হল—আমাদের এমন কোন জ্ঞান হতে পারে

## ৪.৫. কয়েকজন প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদীর অভিমত (Views of Some Famous Empiricists) ঃ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদ বা দৃষ্টিবাদের খ্যাতনামা প্রবক্তা হলেন (ক) লক্ (Locke), (খ) বার্কলে (Berkeley), (গ) হিউম (Hume) এবং (ঘ) মিল (Mill)। প্রথম তিনজন দার্শনিক নরমপন্থী ও চতুর্থ জন অর্থাৎ মিল চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরূপে খ্যাত।

### (ক) লকের মত (Locke's View) :

লক্ **সরল ধারণাকে** (Simple idea) জ্ঞানের মূল উপাদান বলেছেন। সরল ধারণা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। বিভিন্ন সরল ধারণার সমন্বয়ে জটিল ধারণার উৎপত্তি হয়। এই সরল ধারণা ও জটিল ধারণা ভিন্ন জ্ঞান-ভাণ্ডারের অন্য কোন উপকরণ নেই। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি সরল ও জটিল ধারণা পাওয়া যায়। জটিল ধারণা বিশ্লেষণে কতকগুলি সরল ধারণা পাওয়া যায়। সরল ধারণা সরাসরি প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতাজাত। কাজেই, **অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস**। অভিজ্ঞতার পূর্বে (a-priori) আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান অভিজ্ঞতার পরে (a-posteriori) ঘটে।

কিন্তু ধারণা থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটলেও ধারণাই জ্ঞান নয়। লকের মতে, **দুই বা ততোধিক ধারণার মধ্যে মিল** (agreement) **বা গরমিল** (disagreement) **প্রত্যক্ষই হল জ্ঞান**। নিছক কোন একটি ধারণা জ্ঞান নয়। নিছক 'আকাশের' ধারণাটি বা 'নীল'-এর ধারণাটি জ্ঞান নয়। কিন্তু 'আকাশ নীল'—এটা জ্ঞান, কেননা, এখানে 'আকাশ' ও 'নীল' এই দুটি ধারণার মধ্যে আমরা মিল প্রত্যক্ষ করি। তেমনি 'নীল সবুজ নয়' এটাও জ্ঞান, কেননা, এখানে 'নীল' ও 'সবুজ' এই দুটি ধারণার অমিল প্রত্যক্ষ করি। অতএব ধারণা নিয়েই আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার রচিত। ধারণাতেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ধারণার বাইরে যে বস্তুজগৎ তাকে সরাসরি জানবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বস্তুকে আমরা জানি পরোক্ষভাবে ধারণার মাধ্যমে। মনের বাইরে বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও মন তাদের প্রত্যক্ষভাবে জানে না। বাহ্যবস্তু মনের মধ্যে যেসব ধারণার সৃষ্টি করে মন কেবল তাদেরই প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান লাভ করে। **বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান**। ধারণা হল জ্ঞেয় বিষয়ের **প্রতীক** বা **প্রতিবিম্ব** (copy)। লকের জ্ঞানতত্ত্ব এজন্য প্রতিবিম্ববাদ (Representationism) নামে খ্যাত। লক্ অভিজ্ঞতাবাদী হয়েও পরোক্ষ জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কয়েকটি বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। যথা—জড়দ্রব্য (matter), **আত্মা** (Soul) এবং **ঈশ্বর** (God)।

### (খ) বার্কলের মত (Berkeley's View) :

লকের মতো বার্কলেও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। বার্কলের সুবিখ্যাত উক্তি হল Esse est percipi অর্থাৎ **অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর**। কোন কিছু থাকার অর্থ হল দেখা। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের পথ হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে বলতে হয়—একটা কিছু আছে, কেননা তাকে দেখা যায়। যা দেখা যায় না, যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, 'সেটা আছে'—একথা বলার কোন যুক্তি নেই। যে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা হয় তা কোন বাহ্যবস্তু নয়, তা হল বাহ্যবস্তুর গুণাবলী। বস্তুর গুণ-প্রত্যক্ষের ফলে আমাদের মনে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি ধারণার উৎপত্তি হয়। বাইরে লাল বস্তুটি দেখে আমার মন লাল হয় না, আমার মনে লালের চেতনা বা ধারণা হয়। **আমরা কেবল ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি**। অতএব ধারণাই একমাত্র সদ্‌বস্তু। গুণের আধার স্বরূপ কোন জড়দ্রব্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কাজেই **জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না**। জড়দ্রব্য বলে আমরা যাকে জানি তা হল ধারণার সমষ্টি। জড়দ্রব্য অস্বীকার করলেও বার্কলে লকের মতো **আত্মা ও ঈশ্বরের** অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

### (গ) হিউমের মত (Hume's View) :

**লক্ ও বার্কলের মতবাদের চরম পরিণতি হিউমের** অভিজ্ঞতাবাদে **(সংশয়বাদ) লক্ষ্য করা যায়**। হিউমের মতে, আমাদের এমন কোন ধারণা থাকতে পারে না, যা **মুদ্রণ** (impression) বা সংবেদন-ভিত্তিক নয়। সুতরাং জড়দ্রব্য (Matter), আত্মা (Soul), ঈশ্বর (God) প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা হতে পারে না, কেননা, এসবের প্রতিটি অতীন্দ্রিয় এবং এদের কোনটির সম্পর্কে আমাদের সংবেদন বা মুদ্রণ নেই। মুদ্রণ ভিন্ন ধারণা এবং ধারণা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। অতএব জড়দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্ভব নয়। **হিউম কোন দ্রব্যের** (গুণের আধারকে সাধারণ অর্থে 'দ্রব্য' বলে) **অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।**

হিউমের মতে, **জ্ঞান হল ধারণার অনুষঙ্গ**। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে ধারণা (idea) পাওয়া যায়, আবার ধারণার ভিত্তি হল মুদ্রণ বা সংবেদন (impression)। কাজেই আমাদের জ্ঞান সংবেদনের সীমার বাইরে যেতে পরে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সংবেদনই একমাত্র সত্য। সংবেদন হল জ্ঞানের পরমাণু (atom) সদৃশ। হিউমের জ্ঞানতত্ত্বকে এজন্য **সংবেদনবাদও** (Sensationalism) বলা হয়। সংবেদন ও ধারণা পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এসব বিচ্ছিন্ন সংবেদন ও ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ না হলে জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই সম্বন্ধ মন সৃষ্টি করে না; কেননা, **হিউম স্থায়ী মন স্বীকার করেন না**। হিউমের মতে, বিচ্ছিন্ন সংবেদন ও ধারণাসমূহ অনুষঙ্গের নিয়মে পরস্পর আবদ্ধ হয়। হিউম তিনটি অনুষঙ্গের নিয়মের (Laws of Association) উল্লেখ করেন। যথা—**(১) সাদৃশ্য নীতি** (Law of Similarity), **(২) সান্নিধ্য নীতি** (Law of Contiguity) এবং **(৩) কার্য-কারণ নীতি** (Law of Cause and Effect)। স্বতন্ত্র সংবেদন ও ধারণাসমূহ ঘটনার সাদৃশ্য বা নৈকট্য বা পৌনঃপুনিকতাবশত পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে জ্ঞান সৃষ্টি করে। এই তিনটি নিয়ম ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না, কেননা হিউমের মতে ব্যক্তির **স্থায়ী মন বলে কিছু নেই।**

হিউম আমাদের সমগ্র জ্ঞানকে দুটি মাত্র শ্রেণীতে ভাগ করেন : (১) **জাগতিক বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান** (Knowledge about matters of fact) এবং (২) **ধারণার সম্বন্ধ-সংক্রান্ত জ্ঞান** (Knowledge about relations of ideas)। প্রথম প্রকার জ্ঞান হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। 'সূর্য পূর্বদিকে ওঠে'—এই প্রকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় বাক্য জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটালেও অবশ্যম্ভব নয়, আপতিক। ভবিষ্যতের বিষয় বা ঘটনা অপ্রত্যক্ষের বিষয়। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কোন কিছু সম্পর্কে উক্তি সুনিশ্চিত হতে পারে না। আগামীকালের সূর্য অপ্রত্যক্ষের। আগামীকাল সূর্য পূর্বদিকে উঠতেও পারে, আবার নাও পারে—এমন চিন্তাই সঙ্গত। অন্তত এমন চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 'আগামীকাল সূর্য পূর্বদিকে উঠবে' যেমন স্পষ্টভাবে চিন্তা করা যায়, তেমনি স্পষ্টভাবে চিন্তা করা যায় 'আগামীকাল সূর্য পূর্বদিকে উঠবে না।'

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ ধারণার সম্বন্ধ-সংক্রান্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, পূর্বতসিদ্ধ। এই জাতীয় জ্ঞান জাগতিক বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান নয়। তর্কশাস্ত্র (Logic) ও গণিতে (Mathematics) আমরা এই জাতীয় জ্ঞান লাভ করি। তর্কশাস্ত্র ও গণিতে কোন বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান আমরা পাই না, যে জ্ঞান পাই তা হল শব্দার্থের বা ধারণার পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান। কোন বাস্তব ব্যাপার-সংক্রান্ত নয় বলে এই প্রকার জ্ঞান অবশ্যম্ভব বা অনিবার্য সত্য। '৪ সংখ্যাটি ২ সংখ্যা থেকে বড় হলে, ২ সংখ্যাটি ৪ সংখ্যা থেকে ছোট হবে'—হল এই জাতীয় জ্ঞান। এখানে ২ ও ৪ সংখ্যার ধারণা এবং 'বড়' ও 'ছোট' শব্দের অর্থ জানলেই চলে, অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন হয় না।এই জ্ঞান অবশ্যম্ভব অর্থাৎ অনিবার্যরূপে সত্য; যে কোন দেশে, যে কোন কালে সত্য। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান অবশ্যম্ভব হলেও এই জ্ঞানের কোন অভিনবত্ব (novelty) নেই, এই জ্ঞান পুনরাবৃত্তিমূলক (tautologous)।

স্পষ্টতই প্রথম প্রকার জ্ঞান হল **সংশ্লেষক** প্রকৃতির ও দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হল **বিশ্লেষক** প্রকৃতির। এই দু'প্রকার জ্ঞান ছাড়া, হিউমের মতে, জ্ঞানের তৃতীয় কোন প্রকার নেই। **আধিবিদ্যক** (metaphysical) **জ্ঞান অর্থহীন, জ্ঞানাভাস** (pseudo knowledge) মাত্র, প্রকৃত জ্ঞান নয়। অধিবিদ্যক জ্ঞান, যেমন—'আত্মা অবিনাশী', জাগতিক বিষয়-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ (অর্থাৎ পরতসাধ্য কিংবা সংশ্লেষক) জ্ঞান নয়। আত্মা কোন অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বিষয় নয়। আবার জ্ঞানটি 'ধারণার সম্বন্ধ-সংক্রান্ত' জ্ঞানও নয়, কেননা, 'আত্মা অবিনাশী' বাক্যটি অবশ্যম্ভব নয়। 'আত্মা অবিনাশী নয়' এমন চিন্তার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

হিউমের মতে, এই দু'প্রকার জ্ঞানের কোনটিও আবার যথার্থ জ্ঞান নয়। যথার্থ জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন—**নিশ্চয়তা** এবং **অভিনবত্ব**। হিউমের মতানুযায়ী, প্রথম প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ 'জাগতিক বিষয়-সংক্রান্ত' জ্ঞানের নতুনত্ব বা অভিনবত্ব থাকলেও নিশ্চয়তা নেই। আবার, দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ 'ধারণার সম্বন্ধ-সংক্রান্ত' জ্ঞানের নিশ্চয়তা থাকলেও নতুনত্ব নেই। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি আমাদের যে জ্ঞান দেয় তার অভিনবত্ব থাকলেও নিশ্চয়তা নেই। তেমনি আবার তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা আবশ্যিক, কিন্তু বিশ্লেষক, পুনরুক্তিমূলক। উভয় প্রকার জ্ঞানের কোনটিও তাই যথার্থ জ্ঞান নয়। কাজেই হিউমের সিদ্ধান্ত হল—প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। হিউমের এই অভিমত দর্শনের ইতিহাসে **সংশয়বাদ** (Scepticism) নামে পরিচিত।